তারিখ 15 NOV 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

কালের কণ্ঠ

## নান্দাইলে রাতের আঁধারে বই বিক্রি

# তথ্য দিতে নারাজ শিক্ষা কর্মকর্তা

**ঈশ্বরগঞ্জ** (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি ▷

ময়মনসিংহের নান্দাইলে রাতের আঁধারে গত বছরের প্রাথমিকের বিনা মূল্যের উদ্বৃত্ত বই কেজিদরে বিক্রির ঘটনা নিয়ে কালের কণ্ঠে প্রতিবেদন প্রকাশের পর স্থানীয়ভাবে ব্যাপক তোলপাড় হয়েছে। পরবর্তী সময়ে এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানার চেষ্টা করেও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার অসহযোগিতার কারণে তা আর সম্ভব হয়নি। প্রথমে তিনি জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার দোহাই দিলেও পরে তাঁর অফিসে লোকবল সংকটের অজুহাত দেখিয়ে এ বিষয়ে কোনো তথ্য দেননি। এর আগে গত বুধবার রাতে জেলার দুই শিক্ষা কর্মকর্তার উপস্থিতিতে দুটি ট্রাকে করে এক ঠিকাদার বিপুল পরিমাণ উদ্বৃত্ত প্রাথমিকের বই কেজিদরে কিনে নেন। খবর পেয়ে স্থানীয় প্রশাসনের লোকজনসহ সংবাদকর্মীরা সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন। এ বিষয়ে গত শুক্রবার কালের কণ্ঠে 'রাতের আঁধারে ট্রাকে উঠল বই' শিরোনামে একটি সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এক উপজেলায় এ পরিমাণ বই উদ্বৃত্ত হওয়াকে অস্বাভাবিক হিসেবে দেখছেন অনেকেই। এ কারণে বিষয়টি সামনে রেখে কালের কণ্ঠের পক্ষ থেকে পরবর্তী সময়ে এ বিষয়ে অর্থাৎ এত বই উদ্বৃত্ত হওয়ার পাশাপাশি ওই বই রাতের আঁধারে বিক্রির কারণ জানার চেষ্টা করা হয়। এ ক্ষেত্রে শুক্র ও শনিবার সরকারি বন্ধ থাকায় গত রবিবার এ-সংক্রান্ত আরো তথ্য সংগ্রহ করতে শিক্ষা অফিসে গেলে শিক্ষা কর্মকর্তা আনারকলি নাজনীন কোনো তথ্য দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। এ সময় তিনি বলেন, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা নাকি তাঁকে এ ব্যাপারে তথ্য দিতে নিষেধ করেছেন। পরে এ ব্যাপারে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি তা অস্বীকার করে বলেন, নিয়ম অনুযায়ী সব ধরনের তথ্য দিতে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা বাধ্য।

**কী ঘটেছিল সেদিন :** গত বুধবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে নান্দাইল উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ের ভেতর পৌর অফিসের সামনে খালি ট্রাকে বই ওঠানো হচ্ছে--এ খবর ছড়িয়ে পড়লে উৎসুক লোকজন সেখানে ভিড় করে। খবর পেয়ে সেখানে গিয়ে দেখা যায়, বই ভর্তির পর দুটি ট্রাক ত্রিপল দিয়ে ঢাকার প্রস্তুতি নিচ্ছে অন্তত ১৫ জন শ্রমিক। এ সময় শ্রমিক সাইদুর রহমান জানান, শিক্ষা অফিসের নির্দেশে তাঁরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পুরনো বই ট্রাকে উঠিয়েছেন। এ সময় সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (এডিপিইও) মো. শফিকুল ইসলাম ও সহকারী মনিটরিং কর্মকর্তা মো. ইলিয়াছ উদ্দিন আসেন ঠিকাদারকে বই বুঝিয়ে দিতে। তখন শিক্ষা অফিসে বসে ছিলেন শিক্ষা কর্মকর্তা আনারকলি নাজনীন।

এ বিষয়ে তখন শিক্ষা কর্মকর্তা আনারকলি নাজনীন জানান, গত বছরের উদ্বৃত্ত ৪১৫ কেজি বই ঠিকাদারের কাছে বিক্রি করা হয়েছে। ঠিকাদার সেই বই নিতে এসেছেন। দিনে না এসে রাতে কেন জানতে চাইলে তিনি জানান, অন্য দুই উপজেলা থেকে আরো কিছু বই এসেছে। সে কারণেই রাত হয়ে গেছে।

এদিকে বই ওঠানোর কাজে নিয়োজিত শ্রমিকরা জানায়, তিনটি ট্রাকে তারা বই ভর্তি করে। বিনিময়ে তারা জনপ্রতি ৫০০ টাকা করে পারিশ্রমিক পেয়েছে। শ্রমিক সাইদুর রহমান জানান, প্রথমে তাঁরা শুনেছিলেন এক হাজার ২০০ কেজি বই ওঠানো হবে ট্রাকে। এ জন্য চারজন শ্রমিক কাজ শুরু করে। পরে একাধিক ট্রাক এলে আরো শ্রমিক আনা হয়। শ্রমিকদের দাবি, পাঁচ টনের বেশি বই তারা ট্রাকে তুলেছে।

ফলোআপ ▶

সংশ্লিষ্ট সূত্রের দাবি গত বছর ৫১৮টি বিদ্যালয়ের জন্য বইয়ের চাহিদা দেওয়া হয় চার লাখের ওপরে। অন্য একটি সূত্র জানায়, উপজেলায় মোট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৭৮টি। এ ছাড়া রয়েছে এবতেদায়ি, ব্র্যাক, আনন্দ স্কুল ও কিন্ডারগার্টেন। এ ক্ষেত্রে বইয়ের চাহিদা দেওয়া হয় অনেক বেশি। পরে উদ্বৃত্ত বইগুলো নির্দিষ্ট গুদামে রাখা হয়। বিএডিসির একটি পরিত্যক্ত গুদামে বছরের শুরুতে প্যাকেটজাত বইগুলো যেভাবে ছিল, বছর শেষে সেভাবেই পাওয়া গেছে। কিন্তু কোমলমতি শিশুদের বই হারিয়ে গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে শিক্ষা অফিসে চেয়েও পাওয়া যায় না। অথচ বছর শেষে হাজার হাজার কপি বই কেজিদরে বিক্রি করা হচ্ছে।

**প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার বক্তব্য :** এদিকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য জানার জন্য গতকাল সোমবার সকালে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে গেলে প্রথমে বলা হয়, দুপুরে তথ্য দেওয়া হবে। কিন্তু বিকেল পর্যন্ত অপেক্ষা করেও তথ্য পাওয়া যায়নি। তখন কারণ হিসেবে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আনারকলি নাজনীন জানান, আগামী ২০ নভেম্বর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এ নিয়ে তাঁর অফিসের সবাই ব্যস্ত। এর ওপর দুই মাস আগে একজন উচ্চমান সহকারী অন্যত্র বদলি হয়ে যাওয়ায় কাজে কিছুটা সমস্যা হচ্ছে। এ ছাড়া সব তথ্য তাঁর হাতেও নেই।